ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শ্রীদেবীকে এক লরি গোলাপ পাঠিয়েও রাজি করাতে পারেননি অমিতাভ!

পৃঃ ৫

মেসি-বার্সেলোনা চুক্তির সেই বিখ্যাত 'ন্যাপকিন পেপার' নিলামে

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩৭ ● কলকাতা ● ২৩ মাঘ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

এক দেশ এক ভোট'-এর পক্ষে নয় তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক দেশ এক ভোট' নিয়ে রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিলেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'এক দেশ, এক ভোটের' পক্ষে নয় তৃণমূল কংগ্রেস। 'দলত্যাগ বিরোধী আইন শক্তিশালী করা হোক' বলে দাবি জানান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকসভার সঙ্গেই বিধানসভা নির্বাচন করা যায় কি না, তা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মতামত জানতে চেয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তাতে আপত্তি জানিয়ে মমতা বন্দেয়াপাধয়ায় চিঠিতে লিখেছিলেন, এক্ষেত্রে 'এক দেশ'-এর ধারণাটা কী? ভারতীয় সংবিধান কি 'এক দেশ এক সরকার'-এর ধারণা অনুযায়ী চলে? আশঙ্কার সঙ্গে বলছি, চলে না। সংবিধানে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বহু রাজয় সরকার রয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা যেখানে 'এক দেশ এক সরকার'-এর মতো ধারণার উল্লেখ করেননি, সেখানে আপনারা কী করে 'এক দেশ এক ভোট'-এর ধারণায় পৌঁছোলেন? মূল বিষয়টির সমাধান না করে, এই চিত্তাকর্ষক শব্দবন্ধ নিয়ে কোনও চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছোনো কঠিন। ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেটের জন্য দিল্লি সফর বাতিল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বৈঠকে যোগ দেন সীতারাম ইয়েচুরি। তিনি 'এক দেশ এক ভোট অগণতান্ত্রিক' বলে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা One Nation One Election-এর পক্ষে নই। আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছি, আমাদের দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল ফোরাম অফ গভর্নমেন্ট প্রণয়ন করার একটা উদ্যোগ শুরু হয়েছে। তারই পদক্ষেপ হিসাবে এই হিডেন এজেন্ডা। যেটা খুব সহজভাবে আজ আনা হচ্ছে। স্বৈরাচারী এই সিদ্ধান্তকে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে তাকে পরবর্তীকালে তার প্রকৃত রূপ দেওয়া হবে। সুতরাং আমরা মনে করি না, ভারতের মতো দেশে এধরনের কোনও বিষয় বাস্তবায়ন করা উচিত। "এক দেশ এক ভোট প্রসঙ্গে আপত্তি জানিয়ে, গত মাসেই কেন্দ্রের সচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন মমতা বন্দেয়াপাধয়ায়। যেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সংবিধান প্রণেতারা যেখানে 'এক দেশ এক সরকার'-এর মতো ধারণার উল্লেখ করেননি, সেখানে আপনারা কী করে 'এক দেশ এক ভোট'-এর ধারণায় পৌঁছোলেন? এনিয়ে পাল্টা সুর চড়ায় বিজেপি-ও।

এক দেশ এক ভোট- নিয়ে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'এক দেশ এক ভোট' সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সচিব নীতেন চন্দ্রকে চিঠি দিয়েও নিজের আপত্তির কথা জানান তিনি।

অবশেষে চন্দননগরে

'আসল' সন্দীপের বাড়ি পেল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১০০ দিনের কাজে 'দুর্নীতি'র খোঁজ চালাতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল ইডিকে। কারণ, মঙ্গলবার সকালে জনৈক ব্যবসায়ী সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে হুগলির জেলার চুঁচুড়ার ময়নাডাঙার একটি ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকেরা। কিন্তু তল্লাশি শুরু হওয়ার আগেই তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন, তাঁরা যে সন্দীপকে খুঁজছেন, ইনি সেই সন্দীপ নন।মঙ্গলবার সকালে এক সঙ্গে রাজ্যের চার জায়গায় হানা দেয় ইডি। তল্লাশি শুরু হয় উত্তর ২৪ পরগনার সল্টলেকের একটি আবাসন, ঝাড়গ্রামের একটি সরকারি আবাসন, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এক পঞ্চায়েত কর্তার বাড়ি এবং হুগলির চুঁচুড়ায়। ইডি সূত্রে জানা যায়, ১০০ দিনের কাজের 'দুর্নীতি'র তদন্তে এই তল্লাশি অভিযান চলছে। ওই সূত্র মারফত আরও জানা যায়, আগেই এই দুর্নীতির বিষয়ে

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতায় ফিরেই মমতার বাড়িতে অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় ফিরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা বৈঠক হয়েছে অভিষেকের। তার পরে তৃণমূলের 'সেনাপতি' নিজের বাড়ির অফিসে চলে যান। তবে মমতার ধর্নামঞ্চে অভিষেকের অনুপস্থিতি নিয়ে শাসকদল তো বটেই, রাজনৈতিক মহলেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। যার নেপথ্যে রয়েছে গত কয়েক মাস ধরে চলা তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের 'মতানৈক্য'। গত ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন দুই শিবিরের নেতাদের বাগ্‌যুদ্ধ সপ্তমে পৌঁছেছিল। বছর পয়লার দিনেও অভিষেকের সঙ্গে মমতা দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন কালীঘাটের বাড়িতে। তার পর কয়েকটি জেলার বৈঠকে মমতার বাড়িতে অভিষেক উপস্থিত ছিলেন। ২২ জানুয়ারি কলকাতায় মমতার ডাকা সংহতি মিছিলেও হেঁটেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। পার্ক সার্কাসের মঞ্চে বক্তৃতাও করেছিলেন। যাকে অনেকেই বরফ গলার লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছিলেন, সবটাই উপর উপর। মৌলিক যে যে বিষয় নিয়ে মতানৈক্য ছিল তা রয়েই গিয়েছে। তার পরে কিন্তু মমতার আহূত ধর্নায় অভিষেককে মঙ্গলবার পর্যন্ত দেখা যায়নি। তবে ওই কর্মসূচি চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। যদি তার মধ্যে অভিষেক কোনও একদিন ধর্নামঞ্চে যান, তা হলে ঘটনার মোড় ঘুরে যাবে।

তবে তৃণমূলের একটি সূত্রের খবর, রাজ্যসভা ভোটের প্রার্থী নিয়ে দু'জনের কথা হয়েছে। রাজ্যের পাঁচটি রাজ্যসভা আসন ফাঁকা হচ্ছে। বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে চারটি পাবে তৃণমূল। একটিতে বিজেপি

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

শিক্ষা শান্তি সাফল্য

AL-ALAMIAH MISSION

আল-আলামিয়াহ্ মিশন

স্থাপিত ঃ ২০২০

পরিচালনায় - মালিওর মিলন পল্লী কল্যাণ সমিতি

Regd. No. - S/1L/75246

প্রসপেক্টাস-২০২৪

বৃত্তি পরীক্ষার সেন্টার

মিশন ক্যাম্পাস

শিক্ষনীয় ভ্রমণ (হাজারদুয়ারী)

শিক্ষক দিবস পালন

১৫ই আগষ্ট উদ্‌যাপন

কম্পিউটার ল্যাব

এলকেজি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

ঠিকানা ঃ গ্রাম ও পোঃ - মালিওর, থানা - হরিশচন্দ্রপুর, জেলা - মালদহ, পিন - ৭৩২১২৫

যোগাযোগ ঃ 9733344923 (Clerk) ● 7368865372 (H.M.)

8372877005 (Director) ● 9733482306 (Secretary)

alalamiahmision2010@gmail.com

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

নিয়োগ মামলার তদন্তে হতাশ হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় ইডির তদন্ত নিয়ে হতাশা জাহির করল খোদ কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় এজেন্সি যে গতিতে তদন্ত করছে তাতে কোনও ফলাফল বেরোবে না বলেই মত আদালতের। যদিও এর পাল্টা যুক্তি দিয়েছে ইডি।তবে আদালতে ইডির দাবি, প্রতি মুহূর্তে মামলা করা হচ্ছে যাতে তদন্তের গতি কমে যায়। বিভিন্নভাবে তদন্ত ব্যাহত করার চেষ্টা চলছে। যাই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তাতে নতুন মামলা। এতেই তদন্তে ব্যাঘাত ঘটছে। আগামী ১২ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি।কিন্তু তাতেও অসন্তুষ্ট বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

কলকাতা হাইকোর্টে ইডি মঙ্গলবার জানিয়েছে, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির আরও কিছু সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। তা বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এছাড়া কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তার রিপোর্ট আসবে, তাই সময় লাগছে।

এই প্রেক্ষিতেই হাইকোর্টের বিচারপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ইডির উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, আপনারা কি ভেবেছিলেন সবকিছু খুব মসৃণ হবে? যে গতিতে তদন্ত হচ্ছে, তাতে সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে, কিছুই আর হাতে পাওয়া যাবে না।

ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে হাইকোর্টে বিজেপি,

১৯ ফেব্রুয়ারির পর শুনানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যাগের রিপোর্ট নিয়ে গত বছরই একটি মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি আগামী ১৯ তারিখের পর মামলার শুনানির আশ্বাস দিয়েছে।প্রসঙ্গত, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়েও হাইকোর্টে দুটি মামলা চলছে। জব কার্ডের দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অন্য দিকে বকেয়া টাকা নিয়ে মামলা করেছে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি।ক্যাগ রিপোর্টে ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা গরমিলের অভিযোগ রয়েছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে।সেই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার এ নিয়ে বিধানসভাতেও আলোচনার দাবি তোলে বিরোধীরা। সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন স্পিকার। তারে জেরে বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে ওয়াকআউট করে বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

ক্যাগে রিপোর্টে বলা হয়েছে ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা খরচের কোনও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাজ্য সরকার। নবান্নের দাবি সব কাজের ইউটিলাইজেশন জমা দিয়েছে তারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছেন।গত বছর পুর ও নগরোন্নয়ন, শিক্ষা এবং পঞ্চায়েত দফতরের হিসাবের গরমিলের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্ট। জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত ১০০ দিনের কাজে টাকার দাবিতে কলকাতার রেড রোডে ধর্নায় বসার আগে ক্যাগের রিপোর্ট তুলে ধরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি দিল্লি থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে, ক্যাগের রির্পোট তুলে ধরে বলেন ২.২৯ কোটি টাকা গরিমলের অভিযোগ করেছে রিপোর্টে। এর পর এই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিতর্ক শুরু হয় ।এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হয় শাসকদলও। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ লক্ষ মানুষকে ১০০ দিনের কাজের টাকা দেবেন। তাতেই ভয় পেয়ে বিজেপি বদলার রাজনীতি শুরু করেছে।'

লোকসভা নির্বাচনের আগে যখন ধর্নায় বসে তৃণমূল দাবি করছে নারেগার বকেয়া টাকার। তার পাল্টা হিসাবে ক্যাগের হাতিয়ার করেছে বিজেপি।

পাড়ার ছেলে রিন্টুই কিনা বাংলার কোটি টাকার দুর্নীতিতে যুক্ত!

ইডি হানা দিতেই অকপট প্রতিবেশীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সবসময়ের জন্য মুখে হাসি। সকলের সঙ্গেই মিশতেন, পাড়ার সমস্ত কাজে থাকতেন, কিন্তু পাড়ার সেই হাসিখুশি ছেলে রিন্টুই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত! বিশ্বাসই করতে পারছেন না হুগলির চন্দননগরের হরিদ্রাডাঙা এলাকার বাসিন্দারা। একশো দিনের কাজে ভুয়ো জব কার্ড ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতেই মঙ্গলবার সকালে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি।মঙ্গলবার সকালে যখন তাঁর বাড়িতে বড় গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছিল, তখনও বিষয়টা বুঝতে পারেননি প্রতিবেশীরা। পরে যখন জানলেন, ইডি এসেছে, তখন রীতিমতো আকাশ থেকে পড়ার জোগাড়!

সন্দীপ সাধুখাঁ আগে ধনিয়াখালীর বেলমুরি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মাণ সহায়ক ছিলেন। বর্তমানে তিনি খানাকুলের জগতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক পদে রয়েছেন। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী ও বৃদ্ধ মা। পেল্লাই নয়, অত্যন্ত সাধারণ বাড়ি। প্রতিবেশীরা বুঝতেই পারছেন না, কীভাবে রিন্টুও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন।সন্দীপ সাধুখাঁর বাবা অমল সাধুখাঁ রেলের কর্মী ছিলেন। বাবা রেল কর্মী থাকাকালীন তাঁদের একটি তেল কল ও একটি মিষ্টির দোকান ছিল। তবে সেই দুটিই ঠিক ভাবে চলেনি। বন্ধ হয়ে যায় দুটিই। ২০০৮ সালে মৃত্যু হয় অমলের। তার আগেই ২০০৪ বা ২০০৫ সালে চাকরি পান তিনি।

ধনিয়াখালির বেলমুড়ি পঞ্চায়েতের প্রাক্তন নির্মাণ সহায়ক সন্দীপ সাধুখাঁ এলাকায় খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ বলেই এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন। তাঁর এই যে বিশাল বাড়ি, তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি বলেই জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরা। কোনওদিন কোন রকম অনিয়ম চোখে পরেনি তাঁদের।টিভির পর্দায় যখন নামটা জ্বল জ্বল করছিল, তখন চমকে ওঠেন প্রতিবেশীরা। এক জন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "যাঁরা এরকম করে থাকেন, তাঁদের আচরণে সাধারণত ঔদ্ধত্য থাকে। কিন্তু সন্দীপকে সেভাবে কোনওদিনই দেখিনি আমরা।" সাইকেল নিয়েই যাতায়াত করতেন তিনি। পুরো পরিবারের সকলেরই খুব সাধারণ জীবনযাত্রা। কোথাও কোনও বিলাসিতা নেই। বলছেন প্রতিবেশীরাই।

মঙ্গলবার সকালে যখন তাঁর বাড়িতে বড় গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছিল, তখনও বিষয়টা বুঝতে পারেননি প্রতিবেশীরা। পরে যখন জানলেন, ইডি এসেছে, তখন রীতিমতো আকাশ থেকে পড়ার জোগাড়!

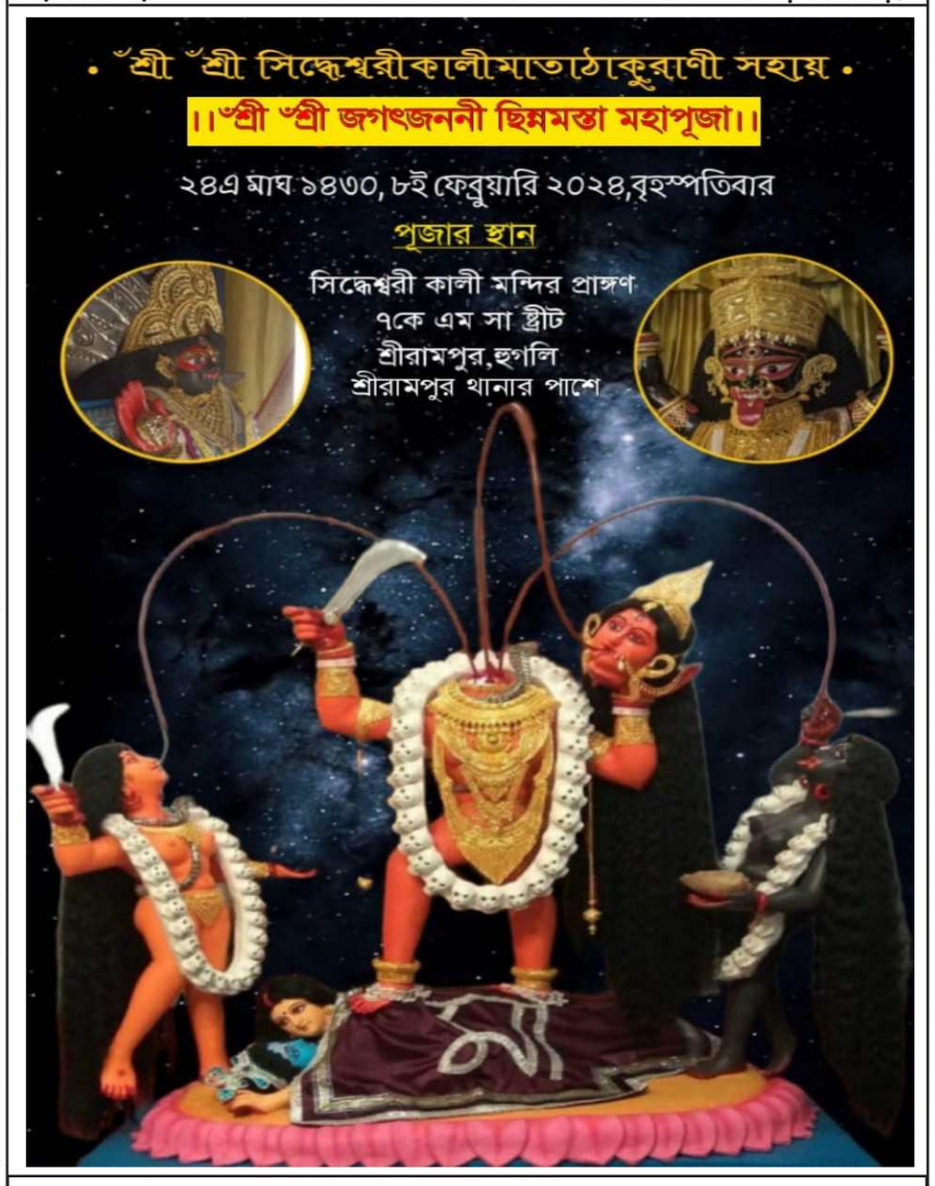

২ লক্ষ কোটি চুরির হিসাব চাই,

বিধানসভায় ধুন্ধুমার বিজেপির, 'মিথ্যা প্রচার' বলছে তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় ফিরে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'অ্যাকশন হবে।' ঘটনাচক্রে তার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে গোটা রাজ্যে মোট ৬ জায়গায় অভিযানে নেমে পড়েছে ইডি। মূলত, একশ দিনের কাজে চুরির অভিযোগ নিয়ে এই তল্লাশি চলছে বলে খবর।এ ব্যাপারে শাসক দলের উপ মুখ্য সচেতক তাপস রায় বলেন, ওঁরা মিথ্যা প্রচার দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। এ হল বিজেপির টিপিকাল কৌশল। ক্যাগের এই রিপোর্টও পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইডির সেই অভিযান চলাকালীন আবার রাজ্য বিধানসভায় ধুন্ধুমার ফেলে দিল বিজেপি। তাঁদের দাবি, ২ লক্ষ কোটি টাকা চুরি নিয়ে আলোচনা করতে দিতে হবে বিধানসভায়।

রাজনীতিতে ধারণাই সব। একদা ক্যাগ রিপোর্টকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রে মনমোহন সরকারের বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। পরে যদিও সেই দুর্নীতি প্রমাণ করা যায়নি। সাম্প্রতিক ক্যাগ রিপোর্টকে অস্ত্র করে এবার বাংলাতেও অনেকটা সেই কায়দাতেই চুরির অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন শুভেন্দুরা।

ওই ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে ইতিমধ্যে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও কড়া ভাষায় চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কৌশলগত ভাবেই বিষয়টি এবার বিধানসভায় এনে ফেলল বিজেপি। কিছুদিন আগে স্টেট ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টে ক্যাগ (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটরস জেনারেল- কাগ) জানিয়েছে, ২০০২-০৩ আর্থিক বছর থেকে ২০২০-২১ আর্থিক বছর পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা খরচের হিসাব তারা পায়নি। অর্থাত কেন্দ্র বিভিন্ন খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করেছে, তার খরচের যথাযথ হিসাব রাজ্য সরকার এই স্বশাসিত রাষ্ট্রীয় অডিট সংস্থাকে দেয়নি। যে সময়ের কথা বলছে ক্যাগ, তার মধ্যে বাম জমানার বছর রয়েছে। তার পর ছিল ত...ণমূল সরকার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বাম জমানার খরচের হিসাব নিয়ে এখন কেন প্রশ্ন তুলছে ক্যাগ। দুই, তাঁর সরকার সমস্ত ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়েছে। নইলে বিভিন্ন প্রকল্প খাতে একের পর কিস্তির টাকা এল কী করে! ক্যাগের এই রিপোর্টের নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মত শাসক দলের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বাম জমানার খরচের হিসাব নিয়ে এখন কেন প্রশ্ন তুলছে ক্যাগ। দুই, তাঁর সরকার সমস্ত ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়েছে। নইলে বিভিন্ন প্রকল্প খাতে একের পর কিস্তির টাকা এল কী করে! ক্যাগের এই রিপোর্টের নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মত শাসক দলের।

কিন্তু বিজেপি এদিন স্থির করেই রেখেছিল যে বিধানসভায় বিষয়টি তোলা হবে। অধিবেশন শুরু হতেই বিধানসভায় এ নিয়ে তুলকালাম ফেলে দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের দাবি, এই বিষয়টি বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব এনে আলোচনা করতে হবে। তাতে অনুমতি দেননি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর স্লোগান তুলতে তুলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার সিঁড়িতে বসে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

রাজ্য বাজেটের আগেই

জারি হয়ে গেল ১০০ দিনের মজুরি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা দেন সেই কথা তিনি রাখেন। কিছুদিন আগেই কলকাতার রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, '১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলার যে সব মানুষেরা কাজ করেও তাঁদের হকের টাকা পাননি সেই ২১ লক্ষ মানুষের বকেয়া মজুরি ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আমরাই পাঠিয়ে দেব।' পরে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছিল এই ২১ লক্ষ মানুষের মজুরি বাবদ প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে রাজ্যের বাজেটে।ঠিক করা হয়েছে আগামিকাল অর্থাত বুধবার ১০০ দিনের কাজ করা 'বঞ্চিত' প্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর বিষয়ে বিডিও এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন সব জেলাশাসকেরা। তারপর বৃহস্পতিবার তৈরি হবে প্রাপকদের খসড়া তালিকা। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই খসড়া তালিকা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য খতিয়ে দেখবেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন বিডিওরা। ১৯ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকা প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ওই ২১ লক্ষ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে ওই টাকা।আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হতে চলেছে সেখানে এই টাকার সংস্থান রাখা হবে। এদিন অবশ্য দেখা গেল সেই বাজেটের আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেল ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে বাংলার বঞ্চিত ২১ লক্ষ মানুষের টাকা

এরপর ৩ পাতায়

ওএনজিসি ইনস্টিটিউটে

সুসংহত সি সারভাইভাল ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গোয়ার ওএনজিসি ইনস্টিটিউটে সুসংহত সি সারভাইভাল ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন। সমুদ্র পরিসরে বিপদে পড়লে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে একটি ভাষ্য এবং প্রদর্শনেরও সাক্ষী থাকেন তিনি।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : "গোয়ায় ওএনজিসি-র সি সারভাইভাল সেন্টারকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করতে পেরে আনন্দিত। এই অত্যাধুনিক কেন্দ্রটি সমুদ্র পরিসরে বিপদ মোকাবিলার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার কঠোর প্রশিক্ষণ পেলে প্রাণ বাঁচবে বহু মানুষের।"

প্রধানমন্ত্রী একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে এই ধরনের আধুনিক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রমোদ সওয়ান্ত এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরি প্রমুখ।

ওএনজিসি সি সারভাইভাল সেন্ট্রার

সমুদ্র পরিসরে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রশ্নে ভারতের পরিমন্ডলকে বিশ্বমানের করে তোলা এই কেন্দ্রের লক্ষ্য। এখানে প্রতি বছর ১০,০০০ - ১৫,০০০ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পরিত্রাণের বিষয়ে কর্মীরা প্রশিক্ষিত হলে বিপর্যয় এড়ানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

ভারত শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনীয়তাই মেটাচ্ছে না,

সেইসঙ্গে বিশ্বের দিকনির্দেশও করছে"

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গোয়ায় ইন্ডিয়া এনার্জি উইক, ২০২৪-এর উদ্বোধন করেন। ভারত শক্তি সপ্তাহ, ২০২৪ হল, দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি বিষয়ক প্রদর্শনী এবং সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের তেল ও গ্যাস সংস্থার সিইও এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও এক বৈঠকে মিলিত হন।

এই উপলক্ষে তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আতিথেয়তা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গোয়ার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। সেইসঙ্গে, গোটা বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে গোয়ার নাম সুবিদিত। শ্রী মোদী বলেন, উন্নয়নের এক নয়া উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে গোয়া। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত শক্তি সপ্তাহ, ২০২৪ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন দেশের অর্থবর্ষের প্রথম ৬ মাসে ভারতের জিডিপি ৭.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বিকাশশীল দেশ হিসেবে ভারতের অগ্রগতির দিক নির্দেশ করছে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতেও এই অগ্রগতি বজায় থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। শ্রী মোদী বলেন, "বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, ভারত খুব শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে আসবে।" সেইসঙ্গে, শক্তির ক্ষেত্রেও ভারতের অগ্রগতির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন, শক্তি, জ্বালানি তেল এবং এলপিজি গ্রাহক সংখ্যার বিচারে ভারত বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ২০৪৫ সালের মধ্যে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে দ্বিগুণ হবে। এই চাহিদা মেটাতে ভারতের পরিকল্পনার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও ভারতে জ্বালানি তেলের দাম সাধ্যের মধ্যে রয়েছে এবং দেশের ১০০ শতাংশ মানুষকে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। কোটি কোটি বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারত শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনীয়তাই মেটাচ্ছে না, সেইসঙ্গে বিশ্বের দিকনির্দেশও করছে।"

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেনজির লগ্নির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, সাম্প্রতিক বাজেটে এই খাতে ১১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা শক্তির ক্ষেত্রে দেশকে অনেকটা এগিয়ে দেবে। রেল, সড়ক, জলপথ, বিমান পরিবহণ কিংবা বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ সহায়ক হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, সরকারের উদ্যোগের ফলে অভ্যন্তরীণ গ্যাস উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্লোবল বায়ো-ফুয়েল অ্যালায়েন্স বা আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি জোটের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই জোট গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র, সংগঠন এবং শিল্প মহলের এক অভিন্ন মঞ্চ হয়ে উঠেছে। জৈব-জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বের ২২টি দেশ এবং ১২টি আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে ৫০০ বিলিয়ন ডলার আর্থিক মূল্যের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। জৈব-জ্বালানির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ইথানল সংমিশ্রণের হার ২০১৪ সালের ১.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ১২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। এর ফলে, কার্বন নিঃসরণ ৪২ মিলিয়ন মেট্রিক টন হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, সরকারের লক্ষ্য হল, ২০২৫ সালের মধ্যে পেট্রোলে ইথানল সংমিশ্রণের হার ২০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া। গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনে সরকারের অঙ্গীকারের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতে ৫ হাজার কম্প্রেসড বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি।" শ্রী মোদী বলেন, ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের ১৭ শতাংশ হলেও, দেশে কার্বন নিঃসরণের হার মাত্র ৪ শতাংশ। ২০৭০ সালের মধ্যে এই নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, "পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বে এখন ভারত চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ভারতের জ্বালানির ৪০ শতাংশ আসে অজৈব জ্বালানি থেকে।" সৌরশক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত এক দশকে সৌরশক্তি উ

ৎপাদন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ গতি এসেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মুহূর্তে সরকারের লক্ষ্য হল ১ কোটি বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা। এর ফলে, ১ কোটি পরিবার বিদ্যুতের ক্ষেত্রে শুধু স্বনির্ভরই হবে না, সেইসঙ্গে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থ আয়েরও সংস্থান হবে।

গ্রিন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই লক্ষ্যে ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন কাজ করে চলেছে, যার ফলে হাইড্রোজেন উৎপাদন এবং রপ্তানি অনেক বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশ-বান্ধব বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভারত বিপুল পরিমাণ লগ্নি টানতে সক্ষম হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা একসঙ্গে এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি, যা সমৃদ্ধ এবং পরিবেশগতভাবে দীর্ঘমেয়াদি হবে।"

অনুষ্ঠানে গোয়ার রাজ্যপাল শ্রী পি এস শ্রীধরন পিল্লাই, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামেশ্বর তেলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গোয়ায় ৬-৯ ফেব্রুয়ারি ভারত শক্তি সপ্তাহ, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩৫ হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী এতে যোগ দিয়েছেন। ছ'টি দেশের বিশেষ প্যাভিলিয়ন তৈরি করা হয়েছে। এগুলি হল - কানাডা, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকা। এছাড়া রয়েছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্যাভিলিয়নও।

তৃণমূল না করায়

'উন্নয়ন' থেকে 'বঞ্চিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এলাকায় তাঁরা সিপিএম সমর্থক বলেই পরিচিত। আর পঞ্চায়েত রয়েছে তৃণমূলের হাতে। সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এবার ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুলছেন এলাকার সিপিএম সমর্থক পরিবারগুলি। অভিযোগ, বিরোধী দলের সমর্থক হওয়ার কারণেই নাকি সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া বিধানসভা এলাকার নয়াবস্তিয়া মিলনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।যদিও পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব মণ্ডলের বক্তব্য, ওই বুথের থেকে এলাকাবাসীরা কখনও তাঁর কাছে কোনও অভিযোগ জানাননি। সিপিএম করার কারণে বঞ্চিত, এই অভিযোগও মানতে নারাজ তিনি। বলছেন, 'অতীতে কী হয়েছে, তা আমি বলতে পারব না। ছ'মাস হল আমি প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছি। তারপর থেকে যে যখন এসেছেন, সকলকে সমানভাবে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার কাছে এসে এলাকাবাসীরা জানালে, আমি নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করব।' সেখানে ইছামতির পাড়ে কারিগরপাড়া এলাকায় থাকেন মাজেদা বিবি , তাহরিমা বিবি, আব্দুল মাজেদ, এবাদুল্লাহ মণ্ডল। সিপিএম সমর্থক বলেই পরিচিত তাঁরা। শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা।

সিপিএম সমর্থক ওই পরিবারগুলির দাবি, 'বিরোধী রাজনৈতিক দল করার জন্য আমাদের মাটির বাড়ি-ঘর, পেপার আর খোলার ছাউনি হওয়া সত্ত্বেও আবাস যোজনার বাড়ি থেকে বঞ্চিত। পাশাপাশি পানীয় জল, স্বচ্ছ ভারত মিশনের বাথরুম-সহ বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তৃণমূল দল না করার কারণে, ঢালাই রাস্তাও আমাদের বাড়ির সামনের অংশ থেকে বাদ রাখা হয়।' কারিগর পাড়ার বাসিন্দাদের এই অভিযোগ ঘিরে

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

কলকাতায় ফিরেই মমতার বাড়িতে অভিষেক

মনোনীত প্রার্থী জিতবেন। মঙ্গলবার সেই তালিকা নিয়েই দু'জনের পরামর্শ হয়েছে। তৃণমূলের এক শীর্ষ সূত্রের দাবি, চারটি আসনেই নতুন প্রার্থী দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। নাম ঘোষণা হতে পারে বুধবার। তৃণমূলের অনেকের বক্তব্য, রাজ্যসভার প্রার্থিতালিকা নিয়ে মমতা-অভিষেকের আলোচনা 'অর্থবহ'। কারণ, সম্প্রতি দু'জনের মধ্যে 'শৈত্য' নিয়ে দলের অন্দরে জল্পনা এবং আলোচনা শুরু হয়েছিল। অভিষেক জানিয়ে দিয়েছিলেন, লোকসভা ভোটে তিনি তাঁর নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের বাইরে যাবেন না। মঙ্গলের আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই 'বরফ' গলার কাজ শুরু হলে বলেই অনেকে মনে করছেন। অন্য দিকে, দলের অন্য একাংশের বক্তব্য, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের মতামত না-নিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা না-করে রাজ্যসভার প্রার্থী চূড়ান্ত করতে চাননি দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা। যার মাধ্যমে তিনি অভিষেককেও 'বার্তা' দিলেন যে, দলীয় সংগঠনে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে মমতার পরে তিনিই দু'নম্বর। সে ক্ষেত্রে লোকসভা ভোটে অভিষেক রাজ্য জুড়ে 'সক্রিয়' হবেন। শুধু ডায়মন্ড হারবারে নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন না। তবে এ সবই সময়ের গর্ভে। আপাতত মঙ্গলবারের আলোচনা নিয়েই জল্পনা চলছে।রাজ্যসভার মনোনয়ন পেশ করা শুরু শুক্রবার। চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তার পরে মনোনয়ন প্রত্যাহার করারও শেষ দিন ২০ ফেব্রুয়ারি। 'বারবেলাজনিত কারণে' সাধারণত বৃহস্পতিবার তৃণমূলের তরফে কোনও দলীয় কর্মসূচি নেওয়া হয় না। রইল পড়ে বুধবার। ফলে সে দিনই প্রার্থীদের নাম ঘোষণার সম্ভাবনা বেশি। যাঁরা রাজ্যসভায় প্রার্থী হবেন, তাঁদের নানাবিধ নথিপত্রের প্রয়োজন হয়। সে সব প্রস্তুত করারও বিষয় রয়েছে। একটি সূত্রের দাবি, প্রার্থীদের আগে থেকে নথিপত্র প্রস্তুত করতে বলে দেওয়া হয়েছে। একাধিক নাম নিয়ে জল্পনা চলছে। তবে সংখ্যালঘু এবং তফসিলি প্রার্থীদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সপ্তাহ দেড়েক আগে বীরভূমের নেতাদের নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক করেছিলেন মমতা। সে দিন অভিষেক ওই বৈঠকে ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে। সে দিন মমতা দলের নেতাদের জানিয়েছিলেন, অভিষেককে অনেক কিছু 'ড্রাফ্‌ট' করতে হচ্ছে, নথি তৈরি করতে হচ্ছে। তাই তিনি বৈঠকে ছিলেন না।বাংলা থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার পাঁচ সাংসদ শান্তনু সেন, নাদিমুল হক, আবিররঞ্জন বিশ্বাস, শুভাশিস চক্রবর্তী এবং অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির মেয়াদ ফুরোচ্ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের এখন যা সম্পর্ক, তাতে মনু সিঙ্ঘভির পুনরায় মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আবার এ-ও ঠিক যে, মনু সিঙ্ঘভি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার এবং অভিষেকের আইনজীবী। তবে এ বার একটি আসন বিজেপির জন্য নিশ্চিত।

রেড রোডে তৃণমূলের ধর্নামঞ্চে অভিষেকের না থাকা নিয়ে শাসকদলের মধ্যে আলোচনা এবং জল্পনা রয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূলের ধর্না শুরু হয়েছে। প্রথম দু'দিন মমতা সেই মঞ্চে ছিলেন। তার পর থেকে তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন ধর্না চালাচ্ছে। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত এক দিনও তৃণমূলের 'সেনাপতি'কে সেই মঞ্চে দেখা যায়নি। তার আগেই অবশ্য অভিষেক সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লি চলে গিয়েছিলেন। বাজেটের দিন নতুন সংসদ ভবনে তৃণমূলের সংসদীয় দলের ঘরে সাংসদদের সঙ্গে দীর্ঘ ক্ষণ কথাও বলেছিলেন তিনি।

১-ম পাতার পর

অবশেষে চন্দননগরে 'আসল' সন্দীপের বাড়ি পেল ইডি

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানায় দু'টি এবং হুগলির ধনেখালি থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য থানায় দু'টি এফআইআর দায়ের হয়। মোট পাঁচটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ইডি। প্রসঙ্গত, এই প্রথম এই বিষয়ের তদন্তে নামল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।তার পরই 'আসল' সন্দীপের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছিল ইডি। অবশেষে হুগলি জেলারই চন্দননগরের একটি ঠিকানায় সেই সন্দীপের বাড়ি খুঁজে পেল ইডি। বাড়িতে স্ত্রী এবং এবং বৃদ্ধা মা থাকলেও সন্দীপ ছিলেন না।

ইডি আধিকারিকেরা জানতে পেরেছেন, সন্দীপ আগে ধনিয়াখালির বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক পদে কর্মরত ছিলেন। এখন তিনি খানাকুলের জগতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক। মঙ্গলবার সকালে তাঁর চন্দননগরের বাড়িতে গিয়ে ইডি আধিকারিকেরা দেখেন, সেখানে রয়েছেন সন্দীপের বৃদ্ধা মা মলিনাদেবী এবং স্ত্রী মৌসুমী সাধুখাঁ। মঙ্গলবার সকালে প্রথমে চুঁচুড়ার ময়নাডাঙায় সন্দীপ সাধুখাঁ নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে যায় ইডি। নাম আর পদবি এক হওয়ায় বিভ্রান্তির জেরে ভুল ঠিকানায় যাওয়া হয়েছে বুঝতে পেরেই গাড়ি ঘোরায় ইডি। সিঙ্গুর হয়ে পৌঁছয় হরিপালে। সেখান থেকে ঘুরে আবার যায় চুঁচুড়ার খাদিনা মোড়ের দিকে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরি করে সোয়া ১২টা নাগাদ চন্দননগরে আসল সন্দীপের বাড়িতে পৌঁছয় তারা। দু'জন প্রতিবেশীকে ডেকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছেন ইডি আধিকারিকেরা। বাড়ির বাইরে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা।সন্দীপের মা মলিনাদেবী বলেন, 'সন্দীপের বাবা অমল সাধুখাঁ ২০০৮ সালে মারা যান। তিনি রেলে চাকরি করতেন। ছেলে তার আগেই পঞ্চায়েতে চাকরি পায়। ১৯৮৪ সালে এখানে জমি কিনে বাড়ি করে। ইডি কেন এল, কিসের তদন্ত, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। সন্দীপের স্ত্রী মৌসুমী বলেন, 'আমার স্বামী আগে ধনিয়াখালির বেলমুড়ি পঞ্চায়েতে নির্মাণ সহায়ক পদে চাকরি করতেন। বর্তমানে খানাকুলের একটি পঞ্চায়েতে আছেন। প্রতি দিনের মতো আজ সকালেও তিনি কাজে বেরিয়ে যান। বাড়িতে ইডি অফিসারেরা এসে জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামীর কথা। তখন আমি তাঁদের ফোন নম্বর দিই। তাঁরা স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন।'

২ পাতার পর

রাজ্য বাজেটের আগেই জারি হয়ে গেল ১০০ দিনের মজুরি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি

প্রদানের জন্য। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কথা তিনি দেন, সেই কথা তিনি রাখেন। এবারেও সেটা তিনি করে দেখালেন।বস্তুত রেড রোডের ধর্নার দ্বিতীয় দিনই মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সরকারই রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি মেটাবে। এই বিষয়ে রাজ্য যে আর কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে তাই এবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে। গতকাল রাজ্যের সব জেলাশাসকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কী ভাবে এবং কত দিনের মধ্যে এই কাজ এগোবে। নবান্ন সূত্রে খবর, লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার আগেই গোটা প্রক্রিয়াটি শেষ করতে চায় রাজ্য সরকার। তাই এদিন রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিবের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এক দম নিচু স্তর থেকে ওপর তলা পর্যন্ত কী ভাবে এবং কত দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৩৭ সংখ্যা ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ বুধবার ২৩ মাঘ, ১৪৩০

আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ,

নিহত ১১

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের হারদায় আতশবাজির একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত১ জন নিহত ও ৮০ জন আহত হয়েছেন।

জ্যেষ্ঠ জেলা পুলিশ কর্মকর্তা রাজেশ্বরি মাহোবিয়া জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। স্থানীয় বিভিন্ন টেলিভিশনের ফুটেজে বিস্ফোরণের পর আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেছে। হতাহত ব্যক্তিদের সরিয়ে আনতে ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স ছুটে গিয়েছে। সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারও মোতায়েন করা হয়েছিল।

মধ্যপ্রদেশ রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, বিস্ফোরণের এ ঘটনা খুবই দুঃখের। নিকটবর্তী হাসপাতাগুলোয় থাকা বার্ন ইউনিটের চিকিৎসকদের 'প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি' নিতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন ঘটনাস্থলে অন্তত ২০টি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। আরও ৫০টি পাঠানো হচ্ছে।

হার্দা জেলা হাসপাতালের সার্জন মনীশ শর্মা বলেন, স্রোতের মতো রোগী আসছে। আমাদের হাসপাতালে আমরা আটজনকে দগ্ধ অবস্থায় পেয়েছি। মোট ৯০ জন ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫ জনকে বড় হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

২৪'র ভোটে তৃণমূলের ঝুলিতে আসবে ৩৬ আসন, অভিমত বিশেষজ্ঞদের

শ্লোগান ইতিমধ্যেই উঠে গিয়েছে। চাই ৪২-এ ৪২। সেই লক্ষ্য পূরণের পথে জোড়াফুল বাহিনী ইতিমধ্যেই মাঠে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। আবার বাংলা দখল করতে আসা গেরুয়া শিবিরও ৩৫টি আসন দখলের জন্য তাল ঠুকছে। মাঝখান থেকে বাম আর কংগ্রেস এখনও ভেবে পাচ্ছে না তাঁরা একলা লড়বে নাকি জোট গড়ে লড়াই করবে।তারপরও বিজেপি ঘুরে দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু কের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা গ্রামবাংলার বুকে যে বিজেপি বিরোধী জনরোষ তৈরি করেছে তা থেকে তাঁরা আর বেড়িয়ে আসতে পারছে না। তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তো বহু দূরের কথা, রাজ্যের হাজার হাজার বুথে এখনও বিজেপির সংগঠন বলেও কিছু গড়ে তোলা হয়নি। তার সঙ্গে পদ্মশিবির যেভাবে বাংলা ও বাঙালি বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে তার মাশুলও গুণতে হবে। বিজেপির বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারীর অন্ধ মমতা ও তৃণমূল বিরোধিতার মাশুল গুণতে হবে বিজেপিকে। প্রকাশ্যে শুভেন্দু যেভাবে টাকা আটকা রাখার কথা বলে বেড়াচ্ছেন, তা কার্যত বিজেপির দিকেই ব্যুমেরাং হিসাবে ফিরে আসবে। শুভেন্দুর এই নীতির জন্য ইতিমধ্যেই বিজেপি বহু নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে দলের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার এটাও দেখা গিয়েছে যে, অতীতে বাম আর কংগ্রেস হাত মেলালেই রাজনৈতিক ভাবে তার ফায়দা পেয়েছে তৃণমূল। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিদের ভোট এভাবেই চলে এসেছিল ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে।এবারেও সেই একই ঘটনা ঘটলে অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না। সব শেষে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, ভুললে এটা চলবে না যে বাংলায় এখনও প্রতিটি বুথে বেশির ভাগ ভোটই পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। এবার সেই মমতাই প্রধানমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার। সেই জায়গা থেকেও তৃণমূল বাড়তি ভোট পেয়ে যাবে। তাতে ৪২-এ-৪২ না আসুক, ৩৬ঠিকই চলে আসবে।তাঁরা এটাও ঠিক করে উঠতে পারেনি যে সেই জোটে তাঁরা আইএসএফ-কে নেবে কী নেবে না। তবে তার মাঝেই রাজ্যের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, বাংলার বুকে ২৪'র ভোটে তৃণমূল সুনামি উঠতে চলেছে। খুব কম করেও ৩৯টি আসন পেতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। বিরোধীদের পকেটে যেতে পারে মাত্র ৩টি আসন। সেই ৩টেও আবার বিজেপির ঝুলিতেই যাবে বলে দাবি তাঁদের। সেই ৩টি আসন হল - কোচবিহার, দার্জিলিং ও বনগাঁ। বাকি সবই যাবে ঘাসফুলের দখলে। যদি এই দাবি শেষমেষ সত্যি হয় তাহলে এবারেই তৃণমূল সর্বোচ্চ লোকসভা কেন্দ্র পেতে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত এই সংখ্যাটা ছিল ৩৪, যা ১০ বছর আগে ২০১৪'র লোকসভা নির্বাচনে এসেছিল।কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমূলের এই সুনামি কেন উঠবে? নিয়োগ দুর্নীতি, পাচার মামলা, বালু-কেষ্ট-পার্থ'র গ্রেফতারি, রেশন দুর্নীতি এসব কী কোনও প্রভাবই ফেলবে না? ডিএ'র দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন কী এই নির্বাচনে কোনও প্রভাবই ফেলবে না? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, সম্ভবত এই সব ঘটনা বাংলার বুকে কোনও প্রভাব ফেলবে না। কেননা গ্রামবাংলা এই সব ঘটনা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা উদ্বেগ নয়। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বপাটে বেশ ভালই আছেন। রাজ্যের একের পর এক সরকারি প্রকল্পের হাত ধরে তাঁরা যেমন বাড়তি আয়ের মুখে দেখেছেন তেমনি তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থারও উন্নতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি থেকে তাঁরা চট করে বার হতে চাইবেন না। মানুষের সুখ-শান্তি খুঁজে বেড়ায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা একাধিক প্রকল্প তাঁদের সেই সুখের মুখ দেখিয়েছে। এই জায়গা থেকে তাঁরা বার হতে চাইবেন না। সব থেকে বড় কথা তাঁদের কাছে এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের বিকল্প বলে কিছু নেই। বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি যে ক্রমশ সরে যাচ্ছে তা একুশের ভোটের পরবর্তীকালের একের পর এক নির্বাচনের হার এবং সাম্প্রতিককালের তাঁদের একের পর এক সভা ফ্লপ হওয়ার ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

করা হয়েছে। পুরাণে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালন কর্তা শিব সংহারকর্তা। পরম সত্তাকে হিন্দু ধর্মে এক পরম পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

Lord Ganesha images, Sri Ganesh, Ganesh, Ganesha, Ganpati, Gajavaktra [West says The Elephant God of India]2

ঈশ্বর হলেন পুরুষোত্তম। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। ঈশ্বর ভগবান। ঈশ্বর অন্তবর্তী হলেও অতিবর্তী। তিনি পরম সুন্দর। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রক্ষক, তিনিই ত্রাণকর্তা। হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, অবতারবাদ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ, গ. Vendata Ratnam বলেন : "হিন্দু ধর্ম বহু ধর্মের সমন্বয়, যেমন: শৈবধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বহুদেববাদ, একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ প্রভৃতি।' বেদের অনুবাদক ম্যাক্স মূলার (Max Muller) একটি উক্তির মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের দেবতাতত্ত্ব ও বহু ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন: "আসলে বেদের যে দেবতা তত্ত্ব তাকে বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism) বলে আখ্যায়িত না করে, এক পরম সত্তার বহু দেবতার মিল (Henothism) বলাই শ্রেয়'। হিন্দু ধর্ম আত্মাবাদকে স্বীকার করে। এতদ্সঙ্গে সত্তার পুজাকেও স্বীকৃতি দেয়। বর্ণাশ্রমকে হিন্দু ধর্ম খুবই প্রাধান্য দেয়। সমাজের মানুষদের তাদের কর্ম বা পেশা হিসেবে (Division of Labour) দেখানো হয়েছে। যথা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চারটি বর্ণকে এক কথায় বললে বলা যায় সংস্কৃতির ধারক ও সংরক্ষক হল ব্রাহ্মণ, রাজ্য শাসন ও শত্রু নিধনের কাজ হল ক্ষত্রিয়ের, সমাজের অর্থনীতি সুরক্ষা ও উন্নতি সাধন বৈশ্যর কাজ; আর এই তিন শ্রেণির লোককে সেবা করা শূদ্রের কাজ। প্রাচীন হিন্দু সমাজের এই কর্মবিভাজন থেকেই সমাজ ও শ্রেণি বৈষম্যের উৎপত্তি ঘটে। আধুনিক বিশ্বে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে কর্মবিভাজন দেখা যায় তা এ থেকেই সৃষ্ট। হিন্দু ধর্মের পরম ও চরম প্রাপ্তি ব্রহ্ম এবং মোক্ষ লাভ।

বৌদ্ধ মত বা দর্শনে মূর্তি পূজার কোন অবকাশ নেই। তবে কথিত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারিরা বুদ্ধ মূর্তি পূজা করে থাকেন। এখানে মনে রাখা দরকার বৌদ্ধ ধর্ম কথিত বৌদ্ধ অনুসারীদের সৃষ্টি কিন্তু বৌদ্ধ মত বা বৌদ্ধ দর্শন বুদ্ধেরই। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম আর বৌদ্ধ দর্শন এক কথা নয়।

যেমনটা আমরা দেখতে পাই সনাতন ধর্মে বা হিন্দু ধর্মে। হিন্দু ধর্মানুসারীরা নানা দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে সেই মূর্তিতে অর্চনা দেয়। যেন ভাবটা এমন যে, এই পূজা-আর্চনার কারণেই দেবতা তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করবে পূজারিকে। যদিও 'বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা বা তাঁদের সেবা করা ভগবদ্গীতাতে অনুমোদন করা হয়নি।' গীতার সপ্তম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।

তংতং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।। (ভগবদ্গীতা : ৭/২০) অর্থাৎ যাদের মন জড় কামনা বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা অন্য দেব দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।

Ramayan - Bharata asks for Rama's paduka

এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, যারা কামনা বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সেবা না করে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করে। এই শ্লোকের তাৎপর্য হল্ল 'যারা সর্বোতভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তারাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত জীব জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারছে ততোক্ষণ সে স্বভাবতই অভক্ত থাকে। কিন্তু তবুও বিষয়বাসনার দ্বারা কলুষিত থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সে তাঁর বহিরাঙ্গ প্রকৃতি মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় না; যথার্থ লক্ষ্যের প্রতি উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে হতে সে শীঘ্রই প্রাকৃত কাম-বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলা হয়েছে

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ

তীব্রেণ-ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম।। (ভগবদ্গীতা : ২/৩/১০)

অর্থাৎ যেসব স্বল্পবুদ্ধি মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই বিষয়-বাসনার তাৎক্ষণিক পূর্তির জন্য দেবতাদের শরণাপন্ন হয়।

সাধারণত এই স্তরের মানুষেরা ভগবানের শরণাগত হয় না, কারণ রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত থাকার ফলে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকে এবং দেবোপাসনার বিধি-বিধান পালন করেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকেরা তাদের তুচ্ছ অভিলাষের দ্বারা এতই মোহাচ্ছন্ন থাকে যে, তারা পরম লক্ষ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকে। ভগবানের ভক্ত কিন্তু কখনই এই পরম লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলা হয়েছে

সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' ।। (ভগবদ্গীতা : ১৮/৬৬) অর্থাৎ 'সবকিছু পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও।'

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে-'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য' (আদি ৫/১২৪)। তাই শুদ্ধ ভক্ত কখনো তাঁর বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য অন্যান্য দেব-দেবীর কাছে যান না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

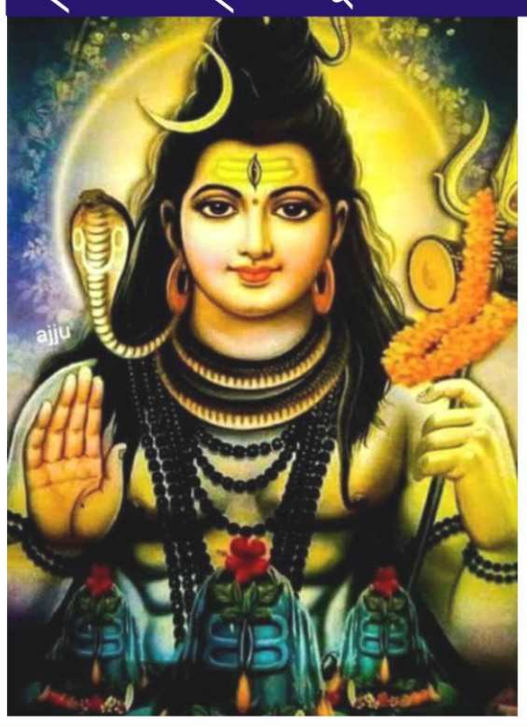

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও অতিকায় শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। তামিল 'শিবপ্পু' বা রক্তবর্ণ থেকে হয়তো শিব শব্দের উৎপত্তি। রাঢ়ের রক্ত মৃত্তিকার সঙ্গে কান্তারবাসী রুদ্র শিবের মিল অনেক। বাংলায় তিনি গঞ্জিকাসেবী ভুঁড়িওয়ালা এক আলাভোলা ব্যক্তি। চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে। মালদা মুর্শিদাবাদে গাওয়া হয় গমীরা ও গম্ভীরা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৩ পাতার পর

তৃণমূল না করায় 'উন্নয়ন' থেকে 'বঞ্চিত

ইতিমধ্যেই হইচই পড়ে গিয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে। ;বঞ্চিত; পরিবারগুলির বক্তব্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে একাধিকবার দরবার করেও এখনও কোনও সুরাহা হয়নি।সিপিএমের বাদুড়িয়া ২ অঞ্চল কমিটির সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ বলছেন, 'তৃণমূল আসার পর থেকে এই বুথে কোনও কাজ হয় না। এরা খুব গরিব মানুষ। বামফ্রন্টের সময়ে আমরা কিছু ঘর করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলার আবাস যোজনায় এই গরিব মানুষগুলির নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি। তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। এই নয়াবস্তিয়া অঞ্চল দুর্নীতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছে।'

নিয়োগ পরীক্ষায় চুরি, দুর্নীতির দিন শেষ! বিশেষ বিল পাস হয়ে গেল সংসদে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতি ঠেকাতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভায় পাস হয়ে গেল পাবলিক এক্সামিনেশন বিল। সরকারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বা দুর্নীতির ঘটনায় মোটা অঙ্কের জরিমানা এবং জেলের শাস্তি হবে। এই বিলে ১৫ রকমের অনিয়মের কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে আছে প্রশ্নপত্র ফাঁস, ওএমআর শিট জালিয়াতি, নথি জাল করা প্রভৃতি। সব ক্ষেত্রেই ন্যূনতম তিন বছরের জেল এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা হবে।ইউপিএসসি, স্টাফ সিলেকশন কমিশন, রেল, ব্যাঙ্ক সহ একাধিক নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে মাঝেসাজেই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।এই নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে নতুন আইনের ভাবনা নিয়েছিল কেন্দ্র। সোমবার লোকসভায় এই 'অ্যান্টি চিটিং বিল' পেশ করা হয়েছিল। আর মঙ্গলবার তা পাস হয়ে গেল। এরপর রাজ্যসভায় এটি পেশ করা হবে, সেখানে বিল পাস হলে তা যাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। তিনি তাতে সাক্ষর করলেই আইনে পরিণত হবে এই বিল।

এই বিল আইনে পরিণত হলে কী হবে? জানা গেছে, যারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করবে বা, উত্তরপত্রে কারসাজি করার চেষ্টা করবে তারা ধরা পড়লে কমপক্ষে ১০ বছরের জেল এবং ১ কোটি টাকা জরিমানার সম্মুখীন হবে।

তাতপর্যপূর্ণ বিষয়, এমন ধরনের অপরাধ হলে এই আইন অনুযায়ী তাতে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হবে। আর পুলিশ শুধু সন্দেহের বশে বিনা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

স্বামী-সন্তান নিয়ে ২০ মিলিয়ন ডলারের স্বপ্নের বাংলো ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :২০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে লস অ্যাঞ্জেলসের এক বিলাসবহুল বাংলো কিনেছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস। কিন্তু সেই বাংলোই হয়ে উঠল বসবাসের অযোগ্য। তাই স্বপ্নের সেই বাংলোটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এই তারকা দম্পতি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গণমাধ্যম পেজ সিক্স এ খবর প্রকাশ করেছে।

এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিলাসবহুল বাড়ি কিনেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস। বাড়ির নাম 'ক্যালিফোর্নিয়া ম্যানসন'। বাড়ির জন্য এ দম্পতিকে গুনতে হয় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু পানি পড়ে স্বপ্নের বাড়িটি বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে, যা নিয়ে এখনও আইনি লড়াই চলছে।

বিষয়টি নিয়ে ২০২৩ সালে মামলা দায়ের হয়েছে। এ মামলার নথিপত্র পেয়েছে পেজ সিক্স। তা থেকে জানা যায়, বাড়িটিতে রয়েছেন ৭টি বেড রুম, ৯টি বাথরুম, সেফস কিচেন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়াইন রুম, ইনডোর বাস্কেটবল কোর্ট, বোলিং অ্যালি, হোম থিয়েটার, এন্টারটেইনমেন্ট লাউঞ্জ, স্পা, জিম, বিলিয়ার্ড রুম। এই বাড়ির জন্য এ দম্পতিকে ২০২০ সালে এ বাড়ির পুল এবং স্পাতে প্রথম সমস্যা দেখতে পান প্রিয়াঙ্কা-নিক। কাছাকাছি সময়ে তারা বারবিকিউ অংশের ডেকে ছিদ্র দেখতে পান। এই ছিদ্র দিয়ে পানি পড়ে ওই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সময়ের সঙ্গে বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

এ বিষয়ে কথা বলতে পেজ সিক্সের এ প্রতিবেদক আইনজীবী ফ্রেড ফেনস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'বিল্ডারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ট্রাস্টি। পরে বিল্ডার সাব-কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। আর যেসব লোকজন কাজটি করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন সাব-কন্ডাক্টর। এ ঘটনার সঙ্গে প্রত্যেকে জড়িত। তবে কার দোষে এ ঘটনা ঘটেছে তা চূড়ান্ত করতে পারবে বিল্ডার। আর এসব কারণে বিষয়টি সমাধান হতে সময় লাগছে।'

বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটির সংস্কারের কাজ চলছে। একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন, এ বাড়িতে এখন কেউ বসবাস করেন না। এটি কাউকে ভাড়াও দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর রাজকীয় আয়োজনে নিক জোনাসকে বিয়ে করেন প্রিয়াঙ্কা। ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি প্রিয়াঙ্কা জানান, সারোগেসির মাধ্যমে কন্যাসন্তানের মা হয়েছেন তিনি।

মোদির কারণে আটকে গেছে নায়িকার বিয়ে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রযোজক জ্যাকি ভাগনানির সঙ্গে কয়েক বছর ধরেই জমিয়ে প্রেম করছেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা রাকুলপ্রীত সিং। এবার নিয়েছেন তারা বিয়ের প্রস্তুতি। নতুন বছরের শুরুতে শোনা গিয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে করবেন তারা। এজন্য জমকালো আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল রাকুলের। ইচ্ছা ছিল দেশের বাইরে বসাবেন বিয়ের আসর। কিন্তু সব ভেস্তে গেল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কারণে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের বাইরে বিয়েটি সারার পরিকল্পনা ছিল রাকুল-জ্যাকির। এরইমধ্যে গত বছরের শেষের দিকে এক ভাষণে মোদি আর্জি রাখেন, যাদের জাঁকজমক করে বিয়ে বা যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠান করার সামর্থ্য আছে' তারা যেন দেশের কোথাও সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তবেই দেশের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে। মোদির সেই আহ্বানে সাড়া দিতেই নাকি শেষ মুহূর্তে নিজেদের পরিকল্পনা বদলে ফেলেছেন রাকুলপ্রীত ও জ্যাকি। পশ্চিম এশিয়ার বদলে এবার ভারতের মাটিতেই বিয়ে করছেন তারা।

শোনা যাচ্ছে গাঁটছড়া বাঁধতে নাকি গোয়াকে বেছে নিয়েছেন রাকুলপ্রীত ও জ্যাকি। ভালোবাসার মাসেই একে অন্যের সঙ্গে বাঁধা পড়তে চান তারা কাগজ-কলমে। সেই লক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি সাতপাকে বাঁধা পড়বেন তারা।

শ্রীদেবীকে এক লরি গোলাপ পাঠিয়েও রাজি করাতে পারেননি অমিতাভ!

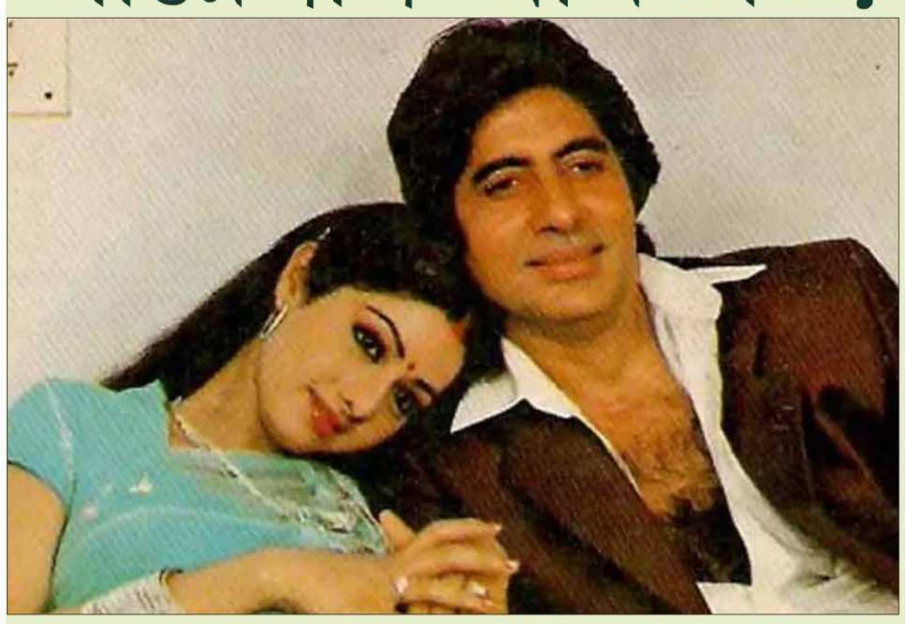

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি শ্রীদেবীর জীবনীগ্রন্থে নতুন একটি তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। অমিতাভ নাকি শ্রীদেবীকে এক বার গোলাপ পাঠিয়েছিলেন। একটা নয়, একটি ট্রাক ভর্তি গোলাপ! কিন্তু কেন? নেপথ্যে রয়েছে এক বিশেষ কারণ।

১৯৯২ সালে মুক্তি পায় অমিতাভ-শ্রীদেবী জুটির ছবি 'খুদা গওয়াহ'। এই ছবিতে নাকি শুরুতে অভিনয় করতে রাজি ছিলেন না শ্রীদেবী। কিন্তু অমিতাভ নাছোড়বান্দা। অভিনেত্রীকে রাজি করাতে তিনি নাকি এক লরি গোলাপ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও তিনি রাজি হননি। উল্টো অমিতাভকে অন্য শর্ত দিয়েছিলেন শ্রীদেবী। পুরো বিষয়টি খোলাসা করেছেন প্রয়াত নৃত্য প্রশিক্ষক সরোজ খান।

শ্রীদেবী জানান, তিনি এই ছবিতে অভিনয় করবেন। কিন্তু তাকে মা ও মেয়ে এই দ্বৈত চরিত্রেই অভিনয় করতে দিতে হবে। শেষে অমিতাভ ও ছবির পরিচালক মুকুল এস আনন্দ রাজি হন। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিলেন ছবিতে শ্রীদেবীর উপস্থিতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তার ফলাফলও বক্স অফিসে পাওয়া গিয়েছিল। সেই বছর বক্স অফিসের অন্যতম সফল ছবি হিসেবে উঠে আসে 'খুদা গওয়াহ'র নাম।

সরোজ জানান, পরিচালক রমেশ সিপ্পি এই জুটিকে মাথায় রেখে 'রাম কি সীতা শ্যাম কি গীতা' ছবিতে ভেবেছিলেন। ছবিতে দু'জনের দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল। ছবিতে জনপ্রিয় 'ঝুমা চুম্মা' গানটিকেও রাখার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছবিটি আর বাস্তবায়িত হয়নি। পরে ১৯৯১ সালে অমিতাভ এবং কিমি কাতকার অভিনীত 'হম' ছবিতে গানটিকে ব্যবহার করেন পরিচালক মুকুল এস আনন্দ। অমিতাভ এবং শ্রীদেবী জুটিকে দর্শক 'ইনকিলাব' ও 'আখরি রাস্তা' ছবিতে দেখেছেন। শ্রীদেবী অভিনীত 'ইংলিশ ভিংলিশ' ছবিতে অমিতাভের ক্যামিয়ো ছিল।

কিংবদন্তি অভিনেত্রী চিটা রিভেরা মারা গেছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রের থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী চিটা রিভেরা আর নেই। মঙ্গলবার সকালে তার মৃত্যু হয়েছে। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় কিছুদিন ভুগে তিনি মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তার পাবলিসিস্টের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে বুধবার এ সংবাদ জানানো হয়। দুইবার টনি অ্যাওয়ার্ডজয়ী এই তারকা ব্রডওয়ের মঞ্চ বহুবার আলোকিত করেছেন চিতা রিভেরা। তার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করে মুখপাত্র মার্লে ফ্রিমার্ক বলেছেন, 'খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের প্রিয় ব্রডওয়ে আইকন চিটা রিভেরা মারা গেছেন। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ৪০ বছরের বেশি সময়ের।'

চিটা রিভেরার পুরো নাম ডলোরেস কনচিটা ফিগুয়েরা দেল রিভেরো অ্যান্ডারসন। তার জন্ম ১৯৩৩ সালের ২৩ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। ১৯৫০ সালে মঞ্চনাটক 'গাইজ অ্যান্ড ডলস'-এ নৃত্যশিল্পী হিসেবে তার অভিষেক হয়।

পরবর্তীতে তাকে দেখা গেছে 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি', 'শিকাগো', 'দ্য রিঙ্ক', 'বাই বাই বার্ডি', 'মার্লিন', 'জেরিস গার্লস' সহ বহু থিয়েটার প্রযোজনায়। এছাড়া চিটা রিভেরা কাজ করেছেন 'সুইট চ্যারিটি', 'টিক টিক্ বুম!' ইত্যাদি সিনেমায়।

তিনি দুটি ড্রামা ডেস্ক অ্যাওয়ার্ড, একটি ড্রামা লিগ অ্যাওয়ার্ড, প্রথম লাতিন তারকা হিসেবে কেনেডি সেন্টার সম্মান ও ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম লাভ করেছেন। এছাড়া ২০১৮ সালে তাকে টনি অ্যাওয়ার্ডে আজীবন সম্মাননাও প্রদান করা হয়েছিল।

সংসারে অশান্তি, কী বলছেন শহিদ কাপুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা শহিদ কাপুর ব্যক্তিগত জীবনে ১৩ বছরের ছোট মীরা রাজপুতকে বিয়ে করেন। ইতোমধ্যে নয় বছর সংসার করে ফেলেছেন তারা। তবে এবার নাকি শহিদ-মীরার সংসারে বাজছে অশান্তির সুর। এমন খবর চারদিক ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শহিদের ভক্তরা। তবে কি সত্যিই ভেঙে যাবে শহিদ-মীরার সংসার? এমন প্রশ্ন রীতিমতো রহস্যের জট বেঁধেছে এই তারকার ভক্তদের মনে।

বিগত ৯ বছরে শহিদ-মীরার দাম্পত্য জীবন যে আরও গভীর হয়েছে, সেটা তাদের ইনস্টাগ্রামের পোস্ট দেখলেই বোঝা যায়। তবে সেই মীরা-শহিদের সংসারে নাকি নিত্য অশান্তি লেগেই রয়েছে। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন শহিদ।

বাস্তব জীবনেও কি তেমন কোনো কারণেই অশান্তি স্ত্রীয়ের সঙ্গে? উত্তরটা হল না, দু'জনের মধ্যে অশান্তির কারণ মূলত ফোন।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে শহিদ বলেন, প্রায়ই মীরা আমাকে অভিযোগ করে- ওর জন্য নাকি সময় নেই আমার। এ দিকে ও নিজেই বেশির ভাগ সময় নিজের ফোনে ব্যস্ত থাকে। আর প্রতিবারই মীরার সঙ্গে এটা নিয়ে ঝগড়া করি আমি।

অভিনেতা আরও বলেন, ও যখনই বলে ওকে সময় দিচ্ছি না, আমি আমার ফোন সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়ে রাখি। কিন্তু ও তারপরও ১৫ মিনিট ধরে ফোন ঘাঁটবে। এরপরে যখন ও আমার দিকে তাকায় এবং জিজ্ঞেস করে কী হলো? তখন আমি পাল্টা বলি, কিছুই না। আমার জন্য তোমার কাছে সময় নেই।

মূলত রাগ-ঝগড়া আর খুনসুটিতেই সফলভাবে নিজেদের দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রেখেছেন শহিদ-মীরা। তাই এই তারকা দম্পতির ভক্তদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ শহিদ-মীরার খুনসুটির এই ঝগড়া আসলে তাদের ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রসঙ্গত, শিগগিরই মুক্তি পাবে শহিদ অভিনীত সিনেমা 'তেরি বাতোঁ মে উলঝা জিয়া'। সিনেমায় তার প্রথমবারের মতো কৃতি শ্যাননকে দেখা যাবে তার বিপরীতে। এমনিতেই পর্দায় নায়িকাদের সঙ্গে শহিদের রসায়ন নজর কাড়ে দর্শকদের। এক সময় 'চকলেটহিরো'র তকমা পেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু 'কবীর সিংহ'-এ অভিনয়ের পর সেই ভাবমূর্তি বদলে গেছে। কারন সিনেমায় অবশ্য প্রেমিকার উপর খবরদারি করা স্বভাব ছিল শহিদের চরিত্রে।

শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে ৭ গোলের

থ্রিলার জিতলো ম্যানইউ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ম্যাচের ৫ মিনিটে মার্কার রাসফোর্ড ও ২২ মিনিটে রাসমাস হয়লুন্দের গোলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এগিয়ে ছিল ২-০ ব্যবধানে। তখন মনে হয়েছে, উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে সহজ জয় তুলে নিতে যাচ্ছে ইউনাইটেড। কিন্তু না। শেষ দিকে শুরু হয় শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই। ২৬ মিনিটের মধ্যে গোল হয়েছে ৫টি। তবে রোমাঞ্চকর এই লড়াইয়ে ম্যানইউ জিতেছে ৪-৩ গোলে।

ম্যাচের ৭১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে উলভারহ্যাম্পটন। ব্যবধান নেমে আসে ২-১ এ। খেলার বাকি তখনো ১৯ মিনিট। এর মধ্যে যদি আবার প্রতিপক্ষ গোল করে ফেলে তাহলে তো পয়েন্ট হারাতে হতে পারে ম্যানইউকে। যে কারণে, ক্ষিপ্রতায় খেলা শুরু করে এরিক টেন হ্যাগের শিষ্যরা। উলভারহ্যাম্পটনের খেলোয়াড়রাও তখন খেলা দেখাতে শুরু করলেন। শেষ দিকে এসে কঠিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো দুই দল।

ম্যাচের শেষ দিকে শুরু হয় রোমাঞ্চকর লড়াই। গোল, পাল্টা গোল। গোলের বন্যায় যেন প্রতিটি গোল আলাদা করে উদযাপন করতে পারছেন না দর্শকরা। এক গোলের উদযাপন শেষ না করতেই যেন আবার গোল। শেষ দিকে ২৬ মিনিটের মধ্যে গোল হয়েছে ৫টি, অথচ আগের ৭০ মিনিটে হয়েছে কেবল ২টি গোল।

উলভারহ্যাম্পটন পেনাল্টি থেকে গোল পাওয়ার ৪ মিনিট পর গোল করে ইউনাইটেডকে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন স্কট টমিনয়। এরপর টানা দুটি গোল (৮৫ মিনিটে ও অতিরিক্ত সময়ের ৫ মিনিটে) করে ৩-৩ গোলে সমতায় ফেরে উলভারহ্যাম্পটন। গোল দুটি করেন ম্যাক্স কিলম্যান ও পেদ্রো নেটো।

ম্যানইউ জয়সূচক গোলটি করে তার ২ মিনিট পরই। ওমারি ফর্সনের অ্যাসিস্টে ডানপায়ের দুর্দান্ত শটে গোলটি করেন কোবি মাইনো। অবশেষে ৭ গোলের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জিতেছে ম্যানইউ।

থ্রিলার ম্যাচ জিতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের সপ্তমস্থানে আছে ম্যানইউ। ২২ ম্যাচে রেড ডেভিলদের পয়েন্ট ৩৫। অপরদিকে টেবিলের ১১ তম স্থানে রয়েছে উলভারহ্যাম্পটন।

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে শামার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেকেই বাজিমাত করেছেন শামার যোসেফ। অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় টেস্টে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ২৭ বছর পর দলকে জয়ের স্বাদ দিয়েছেন এই পেসার। এমন দুর্দান্ত বোলিং করে এবার তার পুরস্কারও পেলেন। ০১ ফেব্রুয়ারি তাকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

ডিসেম্বর মাসে ১৪ জন ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। তারা ছিলেন- অ্যালিক অ্যাথানাজে, ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট, কেসি কার্টি, তেজ নারায়ণ চন্দরপল, জোশুয়া দ্যা সিলভা, শেই হোপ, আকিয়াল হোসেইন, আলজারি যোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুদাকেশ মতি, রোভম্যান পাওয়েল, কেমার রোচ, জয়ডেন সিলস ও রোমারিও শেফার্ড। তাদের তালিকায় এবার জায়গা দেওয়া হয়েছে শামারকেও।

তাকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডিরেক্টর ও প্রধান এনোচ লিউইস বলেন, 'আমরা তার পারফরম্যান্সে খুবই খুশি। পাশাপাশি এটা ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের দায়িত্ব তাকে কেন্দ্রীয় চুক্তিভূক্ত করে নেওয়া। গাব্বায় সে তার যে ট্যালেন্ট দেখিয়েছে, যে পরিমাণ ডেডিকেশন দেখিয়েছে, দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে দলকে জয় এনে দিয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তার যে মেধা সেটার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। সে কারণেই তাকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করে পুরস্কৃত করা হলো।'

এই চুক্তির ফলে তার সম্ভবনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকশিত করা, তার ভবিষ্যত নিশ্চিত করা এবং তাকে দেশে-শুনে রাখার দায়িত্ব ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওপর বর্তালো। এর ফলে শামার কোথায় খেলতে পারবেন কি পারবেন না সেটা নির্ধারণ করে দিবে উইন্ডিজ ক্রিকেট।

শামার তার টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম সিরিজেই ১৩ উইকেট শিকার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে দ্বিতীয় টেস্টের এক ইনিংসেই ৬৮ রান দিয়ে ৭ উইকেট নিয়ে হৈচৈ ফেলে দেন। তাতে ১৯৯৭ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জয় পায় উইন্ডিজ।

মেসি-বার্সেলোনা চুক্তির

সেই বিখ্যাত 'ন্যাপকিন পেপার' নিলামে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্পেনের ক্লাব বার্সেলোনা ফুটবল বিশ্বকে উপহার দিয়েছে লিওনেল মেসিকে। প্রিয় ক্লাবের সঙ্গে মেসি প্রথম চুক্তি করেছিলেন ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর। কাগজের একটি ন্যাপকিনে (হাত বা মুখ মোছার কাগজ) সই করে প্রথম চুক্তি করেছিলেন তিনি। মেসি বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত হয়েছে তার সই করা সেই ন্যাপকিন বা সাদা কাগজটিও। যা এ বার নিলামে উঠতে চলেছে।

আগামী মার্চে ব্রিটিশ অকশন হাউস বোনহামসের মাধ্যমে এটির নিলাম হবে। যার ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ৩ লাখ পাউন্ড। বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় ৪ কোটি ১৯ লাখ।

ন্যাপকিনটি এত দিন যত্নে রেখে দিয়েছিলেন মেসির তৎকালীন স্থানীয় অভিভাবক হোরাসিয়ো গ্যাগিয়োলি। তাতে মেসি ছাড়াও সই রয়েছে বার্সেলোনার তৎকালীন টেকনিক্যাল সচিব কার্লেস রেক্সাচ এবং মেসির আবিষ্কর্তা হিসাবে পরিচিত জোসেফ মারিয়া মিগুয়েলার।

সেই চুক্তিতে লেখা ছিল, 'বার্সেলোনায় ১৪ ডিসেম্বর, ২০০০ সালে মিনগেলা, হোরাশিও আর বার্সার ক্রীড়া পরিচালক কার্লোস রেক্সাসের উপস্থিতিতে পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে নির্দিষ্ট অঙ্কে লিওনেল মেসিকে সই করানোর ব্যাপারে একমত হওয়া গেল।'

এক সময় গ্যাগিয়োলি ন্যাপকিনটি বার্সেলোনার ফুটবল যাদুঘরে দান করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। পরে তিনি মত পরিবর্তন করেন। শেষ পর্যন্ত ন্যাপকিনটি নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

হোসেলুর জোড়া গোলে শীর্ষে রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান নিয়ে লড়াই চলছেই। একবার শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ, আবার রিয়ালকে সরিয়ে টেবিলের নেতৃত্ব হাতে নিচ্ছে এই লিগের নতুন শক্তি জিরোনা। এবার স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হেতাফের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতে জিরোনাকে নামিয়ে ফের শীর্ষে উঠে গেছে রিয়াল। ম্যাচের দুটি গোলই করেছেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড হোসেলু।

হেতাফের ঘরের মাঠে জয় পাওয়া রিয়াল ২ পয়েন্ট এগিয়ে আছে জিরোনা থেকে। আগামী ম্যাচে যদি জিরোনা জয় পায় তাহলে আবার রিয়ালকে সরিয়ে তারা শীর্ষে উঠে যাবে।

হেতাফের বিপক্ষে রিয়ালের এই ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল আর আগেই। স্প্যানিশ সুপার কাপের খেলার কারণে ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছিল। তবে এবার সুযোগ পেয়ে তা হাতছাড়া করেনি কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা।

ম্যাচের ১৪ মিনিটে দানি কার্ভাহালের ক্রস থেকে দুর্দান্ত হেডে গোল করে দলকে প্রথম লিড এনে হোসেলু। এরপর ৩৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ পেয়েছিল রিয়াল। কিন্তু স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাবটির সেই চেষ্টা এক হাতের দুর্দান্ত সেভ দিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছেন হেতাফের গোলরক্ষক ডেভিড সোরিয়া।

ম্যাচের ৫১ মিনিটে গোল করেই ফেলেছিল হেতাফে। ম্যাসন গ্রিনউডের শট করা বলটি গোলবারে আঘাত না করলে সমতায় ফিরতে পারতো হেতাফে।

তার ৫ মিনিট পরই গোল ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হোসেলু। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অ্যাসিস্টে দুর্বল শটে গোল করেন তিনি। অবশেষে ২-০ গোলেই জয় পায় রিয়াল।

টেবিলের তিনে থাকা অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ ও চারে থাকা বার্সেলোনা থেকে ১০ পয়েন্ট এগিয়ে আছে রিয়াল। রিয়ালের পয়েন্ট এখন ৫৭। অপরদিকে জিরোনা ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে আছে।

অবসরের দুই মাস পরই

জাতীয় দলে ফেরার আভাস পাকিস্তান অলরাউন্ডারের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গেল বছরের নভেম্বরে হঠাতই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম। এর দুই মাস পর আবার জাতীয় দলে ফেরার আভাস দিলেন বাঁহাতি অলরাউন্ডার। সম্প্রতি স্থানীয় একটি খেলাধুলা বিষয়ক ওয়েবসাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি এমন আভাস দেন।

পাকিস্তান দল এবং নিজের তখনকার অবস্থা অনুসারে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইমাদ। তবে এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যে কারণে, দলে ফেরার জন্য নিজেকে ফিট মনে করছেন পাকিস্তান তারকা।

তবে শুধু দলে ফেরাই নয়। এর চেয়ে আরও বড় দায়িত্ব পালন করতে চান ইমাদ। দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং কৌশল নির্ধারণে নিজেকে অংশীদার হিসেবে রাখতে চান তিনি। অধিনায়ক না হলেও দল পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে চান ইমাদ।

সাক্ষাৎকারে ইমাদ বলেন, 'হ্যাঁ, আপনি কখনোই জানেন না। কিন্তু আমি আপনাকে বলবো, আমি যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটি শতভাগ সঠিক ছিল। দিনশেষে এটি আমার নিজেরেই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আপনি জানেন না, কখন আপনাকে পাকিস্তান দলের প্রয়োজন। এই বিষয়ে (প্রয়োজনে) অবশ্যই আপনাকে কিছু করতে হবে।'

'আমি একটি বিষয়ে জানতে চাই, সেটি হলো স্বচ্ছতা। আমাকে দলের দায়িত্ব দিতে হবে, তবে অধিনায়ক হিসেবে নয়। কিন্তু সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আমাকে এমন দায়িত্ব দিতে হবে, যেন আমি দলের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারি। যেমনভাবে অন্য সিনিয়র ক্রিকেটাররা করে থাকেন।'- যোগ করেন ইমাদ।

ইমাদ বলেন, 'আমি চাই পাকিস্তান সঠিক ক্রিকেট খেলুক। সঠিক কম্বিনেশন ও সঠিক স্টাইলে খেলুক। যেমনটা খেলা উচিত।'

অবসরের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইমাদ জানান, তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। মাঝেমাঝে খেলোয়াড়রা এমন কিছু সময়ের মধ্য দিয়ে যান, যেটি সবসময় থাকে না। হয়তো ইমাদও এমন কোনো কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা তাকে অবসর নিতে বাধ্য করেছিল।

ইমাদ বলেন, 'অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল কিছুনা। মানসিক চাপে থাকাটাও ভুল কিছু না। আমি সত্যিই খুশি এবং এখনো খুশি। আমি বিশ্বজুড়েই ক্রিকেট খেলছি। এর আগেও খেলেছি। কিন্তু সামনে আরও ভালো কিছু আসছে।'

টানা তৃতীয় মেয়াদে

এসিসির সভাপতি পদে জয় শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবারও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি হয়েছেন জয় শাহ। টানা তৃতীয় মেয়াদে মহাদেশীয় সংস্থাটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআইয়ের এই সচিব। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার সভাপতি হিসেবে জয় শাহর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) সভাপতি শাম্মি সিলভা। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২০২১ সালে প্রথমবার এসিসির সভাপতি হন জয় শাহ। সেবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসানের স্থলাভিষিক্ত হন তিনি। ৩২ বছর বয়সে দায়িত্ব নিয়ে এসিসির সবচেয়ে কম বয়সী সভাপতি হওয়ার কীর্তি গড়েন জয় শাহ। ২০২৩ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পান তিনি।

ফের দায়িত্ব পেয়ে এসিসি বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান জয় শাহ। তিনি জানান, আমার ওপর ধারাবাহিকভাবে আস্থা রাখায় এসিসি বোর্ডের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমাদেরকে অবশ্যই এই খেলার সার্বিক উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, বিশেষ করে ওইসব অঞ্চলের প্রতি, যেখানে এই খেলাটি এখনও প্রাথমিক অবস্থায় আছে। এশিয়াজুড়ে ক্রিকেটের উন্নয়নে এসিসি বদ্ধপরিকর।

মেসির মিয়ামিকে গোল বন্যায় ভাসাল

রোনালদোর আল নাসর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতিমূলক টুর্নামেন্ট রিয়াদ সিজন কাপে লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামিকে গোল বন্যায় ভাসিয়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসর।

সৌদি আরবের কিংডম অ্যারেনায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব মিয়ামিকে ০-৬ গোলে হারিয়ে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রোনালদোবিহীন নাসর।

ম্যাচের শুরু থেকেই মিয়ামিকে চেপে ধরে আল নাসর। যার ফলে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে ওতাভিওর গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। দশম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তালিসকা। ওতাভিওর ক্রস থেকে দারুণভাবে জাল খুঁজে নেন এই ব্রাজিলিয়ান। এর দুই মিনিট পরই নিজেদের অর্ধ থেকে চোখ ধাঁধানো এক শটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন আয়মেরিক লাপোর্তে। প্রথমার্ধে আর ব্যবধান বাড়াতে পারেনি আল নাসর। তবে বিরতির পর হ্যাটট্রিক পূরণ করেন তালিস্কা। ৫১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে এবং ৭৩ মিনিটে স্বদেশি অ্যালেক্স তেলেসের পাস থেকে মায়ামি গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। তার হ্যাটট্রিক পূরণের আগে অবশ্য দলের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন মোহামেদ মারান।

ষষ্ঠ গোল হজম করার দশ মিনিট পর মেসিকে মাঠে নামান মায়ামি কোচ তাতা মার্তিনো। যদিও তখন মেসি খুব জাদুকরী কিছু করার উপায় ছিল না, আর সেটা হয়ওনি। তাই কোনো জয় ছাড়াই সৌদি আরব সফর শেষ করতে হলো মিয়ামিকে।

সৌদি আরব সফরে দুই ম্যাচের দুটিই হারল যুক্তরাষ্ট্রের দলটি। গত সোমবার সৌদি আরবের আরেক দল আল হিলালের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে হারেন মেসি-লুইস সুয়ারেজরা।

এবার প্রাক-মৌসুমে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে জয়ের স্বাদ পায়নি মিয়ামি। এল সালভাদরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ের পর টানা তিনটি হারের স্বাদ পেল তারা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR